যুগান্তর

তারিখ 09 NOV 2007
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ৫

১৩ নভেম্বর রিপোর্ট জমা দেবে তদন্ত কমিশন

ছাত্র শিক্ষক রাজনীতি বন্ধ ও বিশ্ববিদ্যালয় আইন সংশোধনের সুপারিশ থাকছে

যুগান্তর রিপোর্ট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠের ঘটনাটি রাজনৈতিক ইস্যুতে পরে বিভিন্ন দিকে মোড় নেয়। তবে ঘটনার শুরুটা ছিল সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্ত। এমনকি সীমাংসার পর ছাত্ররা টিএসসিমুখী যে মিছিল বের করে তাও স্বতঃস্ফূর্ত ছিল। অপরদিকে পুরো ঘটনায় সামরিক কর্মকর্তারা চরম সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছেন। বিচারপতি (অব.) হাবিবুর রহমান খানের এক সদস্যের কমিশনের তদন্তে বেরিয়ে এসেছে এ সত্য।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে এবং ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি বন্ধ— এ দুটো বিষয়কে সামনে রেখে কমিশন সুপারিশ তৈরি করছে বলে জানান কমিশন প্রধান, তিনি বলেন, সাক্ষ্যগ্রহণ ও তথ্য সংগ্রহ শেষে এখন রিপোর্ট চূড়ান্তকরণের কাজ চলছে। ১৩ নভেম্বরের মধ্যে রিপোর্ট জমা দেয়া হবে।

সূত্র জানায়, রিপোর্টের উল্লেখযোগ্য সুপারিশের মধ্যে ছাত্র-শিক্ষকদের নেতৃত্বভিত্তিক রাজনীতি বন্ধ, নেতৃত্ব সৃষ্টি ও ছাত্র অধিকার আদায়ে ডাকসু, চাকসু, রাকসুসহ অন্যান্য ছাত্র ইউনিয়নের নির্বাচন নিয়মিত অনুষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয় আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধনের বিষয়টি রয়েছে। রিপোর্টে কারাবন্দি চার শিক্ষকের মুক্তির কথাও থাকছে। রিপোর্টে এছাড়াও যেসব সুপারিশ থাকতে পারে সেগুলোর মধ্যে সেনা-সিভিলিয়ান সম্পর্ক বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়-ক্যান্টনমেন্টের সম্পর্ক ও পারস্পরিক আস্থা বৃদ্ধি, বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রকৃত অর্থে উচ্চশিক্ষা কেন্দ্রে পরিণতকরণে ক্যাম্পাসের ভেতর দলীয় রাজনীতি বন্ধ এবং ছাত্রদের অধিকার আদায়ের প্লাটফর্ম উন্মুক্ত করাসহ বিভিন্ন ধরনের সুপারিশ থাকছে।

গত ২৫ আগস্ট স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা তদন্তে এক সদস্যের এ কমিটি গঠন করেছিল। কমিটিকে প্রাথমিকভাবে ১৫ কার্যদিবস বেঁধে দেয়া হয়। পরে প্রয়োজনে মোট তিন দফায় সময় বাড়ানো হয়। প্রায় আড়াই মাস তদন্ত শেষে কমিশন ১৩ নভেম্বর রিপোর্ট জমা দেয়ার কথা জানান।

বিচারপতি হাবিবুর রহমান খান আরও বলেন, মোট ১০৪ জনের সাক্ষ্য নেয়া হয়েছে। এদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকই বেশি। ৮/১০ জন ছাত্র হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকায় আশানুরূপ ছাত্র পাওয়া যায়নি। ছাত্রছাত্রীদের

থাকছে : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৫

থাকছে : সুপারিশ

মধ্য থেকে সাক্ষী কম পাওয়া সত্ত্বেও তদন্তে কোন সমস্যা হবে না। যে সংখ্যক সাক্ষী পাওয়া গেছে, তাতেই তিনি সিদ্ধান্তে আসতে পারবেন বলে জানান।

এ পর্যন্ত যে ১০৪ জনের সাক্ষ্য নেয়া হয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছেন— বিশিষ্ট আইনজীবী ড. কামাল হোসেন (৭ অক্টোবর), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমেদ (৮ অক্টোবর), তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল (৪ অক্টোবর), এশিয়াটিক সোসাইটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম (৩ অক্টোবর), শিক্ষাবিদ অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (৭ অক্টোবর), ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের কমান্ড্যান্ট লেফটেন্যান্ট জেনারেল আবু তায়েব মোঃ জহিরুল আলম (২৬ সেপ্টেম্বর)। মূলত কমিশন তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

অন্য উল্লেখযোগ্য সাক্ষীরা হলেন— সেনাবাহিনীর চিফ অব জেনারেল স্টাফ মেজর জেনারেল সিনহা ইবনে জামালী, কারাবন্দি ঢাবি শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক সমরেন্দ্র আমিন, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন, অধ্যাপক হারুন অর রশিদ, অধ্যাপক নিমচন্দ্র ভৌমিক, ডিজিএফআই কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ফজলুল বারী, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবদুল হাকিম, ঢাবি'র সিন্ডিকেট সদস্য সাংবাদিক সাদেক খান, ছাত্রদল সভাপতি (কারাবন্দি) আমিনুল বারী হেলাল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জিমনেশিয়ামের তৎকালীন ক্যাম্পের কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল হুদা, ক্যাপ্টেন জাকির, ক্যাপ্টেন আজম, সৈনিক মোহফা ও রুবেল এবং খেলার মাঠে সেনাসদস্যদের সঙ্গে ঘটনার সূত্রপাতের অন্যতম ব্যক্তি লোকপ্রশাসন বিভাগের মাস্টার্সের ছাত্র মেহেদী মোহাম্মদ। এর বাইরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র, পুলিশ প্রশাসনের কর্মকর্তা, বিভিন্ন ঘটনাস্থলের প্রত্যক্ষদর্শীসহ শতাধিক ব্যক্তির সাক্ষ্য নেয়া হয়েছে।